দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 08 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১৩

12

শিক্ষাঙ্গন

মফস্বল কলেজের চিত্র

বাংলাদেশের মোটামুটি সব জেলা, উপজেলা শহরের সকল সরকারী বেসরকারী কলেজের সমস্যাটি কি তা সকলেরই জানা। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের স্বল্পতা, বিজ্ঞান গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির অভাব, পাঠাগারে বই পুস্তকের অভাব, ভবনের জরাজীর্ণতা, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা, ছাত্রাবাসের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততা এই হলো গ্রামীণ কলেজের সাধারণ চিত্র।

মফস্বলের বেশ কিছু কলেজকে সরকারীকরণ করা হলেও সেগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা হয়নি। সাধারণ কলেজকে বিশ্ববিদ্যায় কলেজে রূপান্তরিত করা হলেও এই সব কলেজের অতীতে যে নাম ডাক ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত হবার পর তারা তা ধরে রাখতে পারছে না। মানোন্নয়ন সেভাবে হয়নি। সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতা এ ক্ষেত্রে বেশী। অথচ উল্টোটাই ছিল প্রত্যাশিত।

মফস্বলের বেসরকারী কলেজগুলোর যে অবস্থা তাতে বেশীর ভাগ কলেজের পক্ষেই ভাল বেতন দেয়া সম্ভব নয়, তা সবারই জানা। সরকারী অনুদানের অংশটাই অনেক ক্ষেত্রে প্রধান ভরসা। শিক্ষকতা পেশাটা যতই মহান হোক বিনা বেতনে কিংবা নামকাওয়াস্তের সম্মানিতে এই দুর্মূল্যের বাজারে এই পেশাকে বেছে নেয়ার মত নির্বোধ খুব বেশী পাওয়া যাবে না। ফলে পাওয়া যায় তাদেরই যাদের রেজাল্ট তেমন ভাল নয়, কিংবা অন্য কোন গতি নেই যাদের। মফস্বলের কলেজগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় খারাপ ফলের জন্য আলোচনা সমালোচনা কম হয় না। সে হিসাবে মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় কম হবার কথা নয়।

এ সব ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা বলা হলেই ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে শুনার মতই বরাবর সেই এক কথা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পদের সীমাবদ্ধতা, তহবিলের অপ্রতুলতার বিষয় দেখানো হয়। গরীব দেশে তহবিলের অপ্রতুলতা তো আছেই, কিন্তু এর মধ্যেও বৃহত্তর স্বার্থে খাতওয়ারী অগ্রাধিকার নির্ধারণ করলে শিক্ষাখাতে আরো বেশী অর্থ বরাদ্দ হবার কথা। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাখাতে শতকরা দশ ভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সে সঙ্গে দেশের অবস্থার আরও উন্নতি হতো। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি মফস্বল ও বড় শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বৈষম্য আরো কমিয়ে আনার উদ্যোগ হাতে নেওয়া উচিত।

—মোজহারুল হক (বাবুল)

পাঠ্য বইয়ে ভুল

আজকাল আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত সকল শ্রেণীর পুস্তকেই প্রায় ক্ষেত্রেই অসংখ্য ভুল এবং মুদ্রণ প্রমাদ উদ্বেগের সাথে লক্ষণীয়। আর সে কারণেই আমাদেরকে বাধ্য হয়ে নির্ভর করতে হয় বিদেশী বই-এর উপর। সাথে সাথে দেশীয় প্রকাশকরা দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বই-এর কাটতি কম থাকায় প্রকাশকরা বই-এর দাম দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষের জন্য এসব বই কেনা প্রায় অসাধ্য হয়ে পড়ে। যদিওবা আমরা বেশী দাম দিয়ে বইগুলো কিনি তখন দেখা দেয় আরেকটি উটকো ঝামেলা, মুদ্রণ প্রমাদকে ঠিক করা এবং ভুল ভ্রান্তি নিয়ে মাথা ঘামানো।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সুশিক্ষিত জাতি গরীব হতে পারে কিন্তু সবার কাছে সম্মানিত। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত জাতি যতই ধনসম্পদের মালিক হোক না কেন তাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের এ দরিদ্র দেশে শিক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বই। সুতরাং এ বই যতটা নির্ভুল হবে ততই মঙ্গল। এদেশে বই-পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ মুদ্রণ শিল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে না বলেই মুদ্রণ প্রমাদ বেশী। উন্নত প্রযুক্তি যে একেবারেই অব্যবহৃত থাকছে সে কথা বলা ঠিক নয়। কিছু কিছু পত্রিকায় আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার একেবারেই সীমিত।

প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে আমাদের শিক্ষার প্রধান মাধ্যম বইকে করতে হবে তথ্যনির্ভর এবং নির্ভুল। প্রকৃত জ্ঞানীদেরই বই প্রণয়নে এগিয়ে আসা উচিত। নইলে শিক্ষার মানের যে চরম অবনতি ঘটবে তা নিশ্চিত। একটি বই প্রকাশের পূর্বে তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত যাতে এতে ভুল তথ্য না থাকে। বিষয়টি সচেতন মহলে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

—মোঃ রেজাউল আলম ভূঁইয়া